বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ

রিট পিটিশন নং ৩৬৫৭/২০১৫
সিদ্ধান্ত: ১০/১১/২০১৫ ইং

আপীলকারীঃ

নুরুন নবীর সরকার

বনাম

রেসপন্ডেন্টঃ

সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং
অন্যান্য

সম্মানিত বিচারকগণঃ

মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ রেজাউল হাসান এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব খিজির আহমেদ চৌধুরী

বিজ্ঞ আইনিজীবীঃ

আপীলকারী/পিটিশনার/বাদী পক্ষেঃ হুমায়ুন কবির, এডভোকেট

রেসপন্ডেন্ট/ বিবাদী পক্ষেঃ এ এস এম নাজমুল হক, ডেপুটি এটর্ণী জেনারেল, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম,ডেপুটি এটর্ণী জেনারেল, মোঃ আব্দুর রহমান হাওলাদার, ডেপুটি এটর্ণী জেনারেল

রায়

বিচারপতি মোঃ রেজাউল হাসান:

1. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা ,২০০৯ এর বিধি ৩৮(৩) এর অধীনে উজান তেউরা টিইউএম উচ্চ বিদ্যালয়, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা এর প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্তের আদেশের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য উপযুক্ত প্রতিকার প্রার্থনা করে সংবিধানের 102 অনুচ্ছেদের অধীনে ২২/০৩/২০১৫ তারিখে যে পিটিশন দায়ের করেন সেটি কেনো নিষ্পত্তি করা হবে না এই মর্মে কারণ দর্শাতে ৩ থেকে ৫ নং রেসপন্ডেন্টদের উপরে রুল জারি করা হয়।

2. সংক্ষেপে এই রুল নিষ্পত্তির জন্য প্রাসঙ্গিক ঘটনা হল, আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের প্রেক্ষিতে প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং একটি যথাযথভাবে গঠিত বাছাই কমিটি উক্ত পদে নিয়োগের জন্য আবেদনকারীকে নির্বাচিত করেছিলেন। এবং ফলস্বরূপ, উজান তেউরা টিইউএম উচ্চ বিদ্যালয়, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা এর ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক ০৭/০৪/১৯৯৯ ইং তারিখে প্রদত্ত নিয়োগ পত্র অনুসারে আবেদনকারী ১১/০৪/১৯৯৯ইং তারিখে উক্ত বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। যোগদানের পর থেকে তিনি সততার, আন্তরিকতা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে তিনি তার দায়িত্ব পালন করে আসছেন। পিটিশনারের নামে ১৯৯৫ সালের মে মাস থেকে মাসিক পে অর্ডারে (এমপিও) তালিকাভুক্ত করা হয় যার ইনডেক্স নং ২৫৮৩৪৬। এরপর থেকে তিনি কোনরূপ বাধা বিঘ্ন ছাড়াই তার মাসিক বেতন এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা সরকার এর তরফ থেকে নিয়মিতভাবে পাচ্ছিলেন।স্বীকৃত বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের (উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী) পরিষেবা প্রবিধান, ১৯৭৯ এর বাধ্যতামূলক বিধানগুলি পালন না করে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং

কমিটি সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশ্যে গত ১২/১০/২০১৪ইং তারিখে পিটিশনারকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়।উক্ত স্কুলের গভর্নিং বডি ১৯৭৯ সালের প্রবিধান এর বিধি ১১,১২,১৩ এবং ১৪ বিধানসমূহ অনুসরন না করেই পিটিশনারের বিরূদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।পিটিশনার বিগত ২২/০৩/২০১৫ইং তারিখে উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর-এর চেয়ারম্যান, সচিব এবং স্কুল পরিদর্শক (রেসপন্ডেন্ট নং ৩,৪,এবং ৫) বরাবর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা ,২০০৯ এর বিধি ৩৮(৩) এর অধীনে উজান তেউরা টিইউএম উচ্চ বিদ্যালয়, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা এর প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্তের আদেশের বিরূদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য একটি আবেদন করেন যে আবেদনটি যথাযথভাবে গৃহীত হয়। কিন্তু উল্লেখিত রেসপন্ডেন্টরা পিটিশনারের প্রার্থনা বিবেচনা করে উক্ত আবেদনের কোন জবাব প্রদান করেননি।সুতরাং রেসপন্ডেন্টদের অত্যধিক বিলম্বের জন্য ২২/০৩/২০১৫ ইং তারিখে করা রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা ঘোষণা করা প্রয়োজন যে এটি অবৈধ এবং এটি কোনো আইনগত কর্তৃত্ব ছাড়াই করা হয়েছে।যেহেতু পিটিশনারের দায়েরকৃত আবেদনটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা রেসপন্ডেন্টদের আইনগত দায়িত্ব; এবং সুতরাং, কোনো বিলম্ব না করে পিটিশনারের দায়ের করা আবেদনটি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন। যেহেতু ০১/১০/২০১৩ ইং তারিখে পিটিশনারের করা আবেদনটি (ANNEXURE-C) নিষ্পত্তি করতে রেসপন্ডেন্টরা তাদের এখতিয়ার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করেছে এবং তাদের এই পদক্ষেপ বেআইনী ও স্বেচ্ছাচারমূলক। সুতরাং রেসপন্ডেন্টদেরকে পিটিশনারের করা আবেদনটি অনতিবিলম্বে নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশ দেয়া প্রয়োজন যে, বিগত ২২/০৩/২০১৫ইং তারিখে আবেদনকারীর দায়ের করা আবেদনটি নিষ্পত্তি না করায় রেসপন্ডেন্টদের পদক্ষেপের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে সমফলপ্রদ অন্য কোন প্রতিকার না পেয়ে সংবিধানের ১০২(২)(অ)(i)(ii) এর অধীন পিটিশনকারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা ,২০০৯ এর বিধি ৩৮(৩) এর অধীনে উজান তেউরা টিইউএম উচ্চ বিদ্যালয়, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা এর প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্তের আদেশের (ANNEXURE-C) বিরূদ্ধে এবং অন্যান্য উপযুক্ত আদেশ প্রার্থনা করে ২২/০৩/২০১৫ তারিখে রিট পিটিশন দায়ের করেন।

3. বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব হুমায়ুন কবির পিটিশনকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে সংযুক্ত নথি সহ পিটিশনটি পেশ করেন এবং প্রথমেই যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, আবেদনকারী হলেন উজান তেউরা টিইউএম উচ্চ বিদ্যালয় সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা এর প্রধান শিক্ষক। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও যুক্তি প্রদর্শন করেন যে পিটিশনারকে সংশ্লিষ্ট বিধি ও প্রবিধান এ উল্লেখিত সকল আনুষ্ঠানিকতা এবং পদ্ধতি মেনে উক্ত পদে নিয়োগ করা হয়েছিল।তিনি এরপর যুক্তি উপস্থাপন করেন যে পিটিশনারের নাম ১৯৯৫ সালের মে মাস থেকে মাসিক পে অর্ডারে (এমপিও) তালিকাভুক্ত করা হয় যার ইনডেক্স নং ২৫৮৩৪৬। এরপর থেকে তিনি কোনরূপ বাধা বিঘ্ন ছাড়াই আজ পর্যন্ত তার মাসিক বেতন এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা সরকার এর তরফ থেকে নিয়মিতভাবে পাচ্ছেন।কিন্তু স্বীকৃত বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের (উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী) পরিষেবা প্রবিধান, 1979 এর বাধ্যতামূলক বিধানগুলি পালন না করে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশ্যে গত ১২/১০/২০১৪ইং তারিখে পিটিশনারকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেন।কিন্তু তারা কোনো কারণ দর্শানোর নোটিশ বা অভিযোগের মাধ্যমে পিটিশনারের বিরুদ্ধে কোনো বিভাগীয় কার্যক্রম শুরু করেনি তথাপি পিটিশনকারীকে তার কী ভুল ছিল তা না জানিয়ে এবং তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না এনে উল্লিখিত প্রবিধানের ১১ এবং ১২ বিধি মোতাবেক কোন কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি না করেই আজ অবধি বরখাস্ত করে রাখা হয়েছে।এরপরে আবেদনকারী ২২/০৩/২০১৫ ইং তারিখে উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড- এর চেয়ারম্যান (রেসপন্ডেন্ট নং ৩,৪ এবং ৫) বরাবর একটি আবেদন দাখিল করেন যাতে তিনি বরখাস্ত হওয়ার ফলে তার অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা ভোগ করছেন সেসব উল্লেখ করে যথাযথ প্রতিকার চেয়েছিলেন তবুও তারা এ ব্যাপারে নীরব ছিলেন।তিনি আরও যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, রেসপন্ডেন্ট নং ৩,৪ এবং ৫ এর আইনগত দায়িত্ব হলো ২২/০৩/২০১৫ইং তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে ম্যানেজিং কমিটিকে নির্দেশনা দিয়ে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে উক্ত আবেদনের নিষ্পত্তি করা এবং সেই ক্ষমতা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা ,২০০৯ এর বিধি ৩৮(৩) এর অধীনে বোর্ডের রয়েছে। তিনি আরও যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদের সাথে পঠিত ৩১ নংঅনুচ্ছেদ দ্বারা পিটিশনকারীকে যে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে তা এখানে স্পষ্টতই অস্বীকার করা হয়েছে। সে অনুযায়ী তিনি যথাযথ নির্দেশনা প্রার্থনা করেছেন। যুক্তির সমর্থনে বিজ্ঞ আইনজীবী 2 012 (XX)

BLT (AD) 239: Bangladesh Live Stock Research Institute vs. Dr. Md. Jahangir Alam Khan, LEX/BDHC/0007/2006 : 60 DLR 40: Zulfike Mahmud vs. National University এর সিদ্ধান্ত এবং ০৯/০৩/২০১৪ ইং তারিখে প্রদত্ত Md. Jashimuddin vs. Government of the PRB,সালের রিট পিটিশন নং ১৮৯৭/২০১৪ মামলার অপ্রকাশিত রায়ও 1897 অপ্রকাশিত রায় উল্লেখ করেছেন। তিনি এই মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় জারিকৃত রুল নিরঙ্কুশ করার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

4. বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি-জেনারেল জনাব এএসএম নাজমুল হক বিজ্ঞ সহকারী অ্যাটর্নি-জেনারেল জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের সাথে উপস্থিত হলে বোর্ডকে কেনো ২২/০৩/২০১৫ ইং তারিখের আবেদনটি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ হবে না সে ব্যাপারে কোন সদুত্তর দিতে পারেননি।

5. উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শোনা হলো ,রিট পিটিশন, নথিপত্র এবং উদ্ধৃত আইনসমূহ পঠিত হলো।

6. রেকর্ডে থাকা নথিপত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট বিধি ও প্রবিধানে বর্ণিত সমস্ত নিয়ম মেনেই সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। তার নাম ১৯৯৫ সালের মে মাসে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। আমরা আরও দেখতে পাই যে, পিটিশনারকে ১২/১০/২০১৪ ইং তারিখে বরখাস্ত (Annexure-B) করা হলেও বরখাস্তের চিঠিতে বরখাস্ত করার সময় উল্লেখ করা হয়নি। অপরদিকে, রেকর্ডে এমন কোন তথ্য নেই যে, গভর্নিং বডি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনো শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যদিও গভর্নিং বডি পিটিশনারকে নির্দিষ্ট সময় ধরে বরখাস্ত করে রেখেছে।

7. আমাদের বিবেচনায়, পিটিশনারকে কত দিনের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে সেটা ১২/১০/২০১৪ তারিখে উল্লেখিত বরখাস্তের আদেশ (Annexure-B) যার মেমো নং উ/তে/বি/০২/১৪) এ উল্লেখ করা হয়নি। একইভাবে, আমরা রেকর্ডে এমন কোনো তথ্য খুঁজে পাইনি যা প্রমাণ করে যে, পিটিশনারকে কোনো শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রমের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে বা ১২/১০/২০১৪ইং তারিখের বরখাস্তের আদেশের পরে কোনো শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

8. আমাদের বিচারিক দৃষ্টিতে, রেসপন্ডেন্ট নং-৭ এর এই কাজটি ক্ষমতার অপব্যবহারের সমতুল্য এবং পিটিশনারের আইন অনুসারে প্রাপ্য মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন। আমরা আরও মনে করি যে, একটি বৈধ স্থগিতাদেশের/ বরখাস্ত আদেশ হতে হলে সেই বরখাস্ত আদেশে অবশ্যই স্থগিত থাকার সময়কাল উল্লেখ থাকতে হবে; এবং এই ধরনের বরখাস্তের আদেশ শুধুমাত্র একটি শাস্তিমূলক কার্যধারার চলমান থাকার কারনে জারি করা যেতে পারে। কিন্তু ১২/১০/২০১৪ তারিখের বরখাস্তের আদেশ এই শর্ত দুটির কোনটিই পূরণ করেনি। ৭নং রেসপন্ডেন্ট এই ধরনের আদেশ বা চিঠি জারি করার জন্য আইনত ক্ষমতাপ্রাপ্ত নন। সুতরাং এই বরখাস্তের আদেশ/ চিঠি কোন আইনানুগ কর্তৃত্ব ছাড়াই বেয়াইনীভাবে জারি করা হয়েছে বলে ঘোষণা করা উচিত। কিন্তু, পিটিশনার তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের জন্য অনুচ্ছেদ ১০২(১) এর অধীনে কোনো প্রতিকার প্রার্থনা করেননি বা ১২/১০/২০১৪ইং তারিখের বরখাস্তের আদেশের চিঠিকে চ্যালেঞ্জ করে কোনো সম্পূরক রুল জারি করার জন্য প্রার্থনা করেননি।

9. আমরা আরও দেখতে পাই যে পিটিশনকারী ২২/০৩/২০১৫ তারিখে বোর্ডের কাছে একটি আবেদন করেছেন এবং এতে বিস্তারিতভাবে বলেছেন যে ম্যানেজিং কমিটি উল্লেখিত পরিষেবা প্রবিধান ১৯৭৯ এর ১৩(ক), ১৪(ক) এবং ১৪(খ) এর বিধান অনুসরণ করেননি এবং এর পাশাপাশি তারা গভর্নিং বডি এবং ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধান ২০০৯ এর ৩৩(৫), ৩৩(৬), ৩৫(১) এবং ৩৫(৪) এর বিধান লঙ্ঘন করেছেন।

10.প্রবিধান ৩৮ এর উপ-প্রবিধান (৩) নিম্নরূপ :--

"৩৮। গভর্নিং বডি বা ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটি বাতিলকরন, ইত্যাদিঃ—

(১) ....

(২) ....

(৩) বোর্ড স্বপ্রণোদিত হইয়া বা সরকারের নির্দেশে গভর্নিং বর্ডি বা, ক্ষেত্রমত, ম্যানেজিং কমিটির যে কোন কার্য বিষয়ে অনুমোদন করিতে কিংবা কোন অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র তলব করিতে পারিবে।

11.আমাদের দৃষ্টিতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত কোনো আদেশ বা সিদ্ধান্ত পরীক্ষা, তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ এবং যথাযথ আদেশ প্রদানের ক্ষমতা বোর্ডের রয়েছে। যদিও এটিকে কার্যকর সমফলপ্রদ প্রতিকার বলা যায় না।

12.আমরা আরো বিবেচনা করছি যে, ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার জন্য, পিটিশনার সহ সকল চাকুরীজীবীর ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদের অধীনে এই অন্যায্য পরিস্থিতি দূর করতে একজন ব্যক্তিকে শাস্তিমূলক বরখাস্তের আদেশ ব্যাতীত তদন্তের ক্ষেত্রে কতদিন বরখাস্ত করে রাখা যাবে তার সময়সীমা সম্পর্কে আদালত প্রয়োজনীয় বিধান ঘোষণা করবে। সেই মোতাবেক, আমরা ঘোষণা করছি যে কোনো আইনের বিধান ব্যাতীত কোনো ব্যক্তিকে তার বরখাস্তের তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের বেশি বরখাস্ত রাখা যাবে না। যদি বরখাস্তের আদেশ পরবর্তী সময়ে জন্য,৬০(ষাট) দিনের বেশি চলতে থাকে, তাহলে বরখাস্তের আদেশ/পত্র চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বরখাস্তকৃত ব্যক্তি জীবিকা ভাতার পরিবর্তে সম্পূর্ণ বেতন পাওয়ার অধিকারী হবেন।

13.অতঃপর, আমরা আরও নথিভুক্ত করছি যে, উপরে উল্লিখিত আচরণের জন্য, ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যদের পাশাপাশি বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তাদের নিষ্ক্রিয়তা ও কর্তব্যে চরম অবহেলার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত ছিল।

14.এই আদালত মনে করে, নিরপরাধ ব্যক্তি বা শিক্ষককে প্রতারিত করার জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি । তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে এবং আইন অনুযায়ী পালন করতে বাধ্য। তাদের অনুসন্ধানগুলি নথিপত্রের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। কোন সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত বস্তুগত তথ্য বিবেচনা করা উচিত। তাদের বিশ্বস্ততা এবং নিরপেক্ষতা প্রথম দর্শনেই দৃশ্যমান হতে হবে। তাদের নিজের বা অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে বেআইনি লাভ গ্রহন করার কোন অনুমতি নেই। এমনকি তাদের অযৌক্তিকভাবে, অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, বৈষম্যমূলকভাবে, স্বেচ্ছাচারীভাবে, বাতিকভাবে কাজ করার বা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করার সুযোগ নেই। তারা প্রকৃতপক্ষে কাজ না করলে তাদের ইনডেমনিটি হারাবে।

15.আমরা এই রুলের মেরিট পেয়েছি।

আদেশ

এই রুলটি এবস্যুলুট করা হলো।

অতএব, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর এর চেয়ারম্যানকে এতদ্বারা এই রায়ের অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে এই আবেদনটি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেয়া হলো এবং এটা নিশ্চিত করতেও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি উপরোক্ত ১৯৭৯ সালের উপরোক্ত রেগুলেশনে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। তার উপরে

প্রদত্ত নির্দেশিনাগুলিকে মনে রাখতে হবে এবং বোর্ডের চেয়ারম্যানকে হাইকোর্ট বিভাগের বিজ্ঞ রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে এই আদালতে ১৫ দিনের মধ্যে এই সংক্রান্ত একটি হলফনামা দাখিল করতে নির্দেশ দেয়া হলো।

যেহেতু দরখাস্তকারী বা অন্য কোন ব্যক্তিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বরখাস্ত করে রাখা যাবে না, তাই, আনুষঙ্গিক আদেশ হিসাবে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে রেসপন্ডেন্ট নং ৭ এবং রেসপন্ডেন্ট নং ১,২, এবং ৬ কে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে যে এই রায় এবং আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ১২/১০/২০১৪ইং তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের পরের পিটিশনারের সকল পাওনা বেতন বা বেতনের অবশিষ্টাংশ প্রদান করার নির্দেশ দেয়া হলো।

ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান (রেসপন্ডেন্ট নং-৭) কে এই রায় এবং আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির দিন থেকে ১৫ (পনের) দিন এর মধ্যে পিটিশনারকে খরচ হিসাবে ১০,০০০/- টাকা (দশ হাজার মাত্র) প্রদান করার এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিজ্ঞ রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে একটি হলফনামা দাখিল করার নির্দেশ দেয়া হলো।

রায় এবং আদেশের একটি অনুলিপি পিটিশনারের খরচে রেসপন্ডেন্ট নং ৩ এবং ৭-এর নিকট পাঠানো হোক এবং উপরোক্ত অনুচ্ছেদ ১২-এ ঘোষিত আইনের আলোকে, ক্ষেত্রমত, সমস্ত চেয়ারম্যান এবং মহাপরিচালকদের উপর নির্দেশনা বা সার্কুলার জারি করার জন্য অন্য দুটি অনুলিপি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়ের সচিবের কাছে পাঠানো হোক। । তাদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১২ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সম্মতি নিশ্চিত করতে হবে এবং এই রায় এবং আদেশের অনুলিপি পাওয়ার ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগের বিজ্ঞ রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে সম্মতির একটি হলফনামা জমা দিতে হবে।

<u>দায়বর্জন বিবৃতি(DISCLAIMER)</u>

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের বোঝার সুবিধার্থেই তাদের নিজেস্ব ভাষায় এই রায়টির অনুবাদ করা হলো। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালত প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।